যে ভালোবাসা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মাশাআল্লাহ আজকে আমরা আবারও নিজেদের মাওলিদের মাসের ভিতরে পাচ্ছি। অনেকে বলে, 'দরকারটা কি? নাবী (সাঃ) একজন বার্তাবাহী ছিলেন। আল্লাহ্‌ যা বলেছেন তিনি তা দিয়েছেন, তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করে চলে গেছেন!' আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আমাদের মাঝে আছেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া।

তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর রাহমাত পৌঁছে দিচ্ছেন। মুসলিমদের কাছে সব ভালোই আসছে উনার মাধ্যমে। তিনি খাইরুন নূর, মানে, তিনি জীবিত এবং আমাদের কাছে বারাকাত আসে উনার মধ্যস্থতায়। আল্লাহ্‌ (আযযা ওয়া জাল্লা) মহাবিশ্বসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন উনার জন্য। উনার কারণে না হলে কোন কিছুতে কোন বারাকাত থাকত না, কারণ যখন থেকে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এসেছেন, এই পৃথিবী আলোকিত হয়েছে এবং অবিশ্বাস (কুফুর) ডুবেছে। অবিশ্বাস একটি মারাত্মক আঘাত পেয়েছে, শয়তানের দুশ্চিন্তা বেড়েছে, কারণ সে যতই ক্ষতি করে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিমদের ততই সাহায্য করেন।

মুসলিমরা শিশুসুলভ। তারা বোঝে না যে কাফিরদের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে এই পৃথিবীতে একটিও মুসলিম বাকী থাকত না। কিন্তু আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর বারাকাত এবং সম্মানে বিচারের দিন পর্যন্ত ইসলাম থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইসলাম থাকবেই। তারা যত ইচ্ছা ইসলামে হস্তক্ষেপ করুক, তাতে কিছুই হবে না কারণ আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে আছেন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তারা ইসলামের ভালোবাসা এবং নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসাকে আলাদা করে ফেলতে চায় এই জাতি থেকে, ওসমানিয়াদের জাতি থেকে, সেই জাতিগুলো থেকে যারা ওসমানিয়া খালিফাগণের অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে তারা কি করছে? হাযরাত নাবী (সাঃ) এর সম্মান এবং ভালোবাসা ছাড়া কারও উপরে আল্লাহ্র রাহমাত এবং দৃষ্টি পতিত হয় না। তারা এটাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এই (তুর্কী) জাতি যেদিন থেকে ইসলামে এসেছে সেদিন থেকে ইসলামের খিদমাত করে যাচ্ছে। আমাদের জাতিতে শুরু থেকেই নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসা, আহল-এ বাইতের ভালোবাসা এবং সাহাবাগণের ভালোবাসা উপস্থিত আছে। এই পথে চলার চেষ্টা করার জন্য তারা যা প্রয়োজন তাই করেছে এবং এজন্য আল্লাহ্ তাদের বারাকাত দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তারা সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে।

কাফিরেরা তা জানে এবং একারণেই তারা ফিতনা শুরু করেছে। তারা বলে, 'নাবী (সাঃ) কে সম্মান কোরোনা। শুধু সম্মান কর আল্লাহ্কে!" তারা এমন একটি ফিতনা শুরু করেছে যাতে অন্য কোন কিছুকেই কোন সম্মান না করা হয়। সামান্য কিছু মানুষ তাদের অনুসরণ করে কিন্তু তারা যদি তাওবা না করে তবে পরিণামে তারা সব হারাবে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর ভালোবাসা ব্যতিরেকে তারা কোন কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। তারা পানির উপর খড়কুটোর মত ভেসে চলে যাবে। তাদের কোন দাম নেই। তাদের তিন-চার-পাঁচজনকে দেখেই মানুষ ভাবে তারা কিছু একটা হয়ে গেছে। আসলে তা নয়। অধিকাংশ মানুষকেই দান করা হয়েছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর মুহাব্বাত।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

হাযরাত নাবী (সাঃ) তাদের দিকে দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে তাকান না যতক্ষণ না তারা সম্মান দেখায়। যেসব লোকেরা দুই পয়সার পার্থিব লাভের জন্য এসব পথে পা বাঁড়ায় তারা বোকা। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে বোধশক্তি দান করুন। আল্লাহ্ তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের হিফাযাত করুন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

২৯ ডিসেম্বার ২০১৫, আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।